যুগান্তর

তারিখ ... 31 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ১-৬ ...

ধামরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে অপসারণ

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

পৌর শহরের মলয়ঘাটে অবস্থিত ধামরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ৭ বছর ধরে অবৈধভাবে প্রধান শিক্ষিকার পদ দখল করে থাকা বেগম খাদেজা খানকে অবশেষে অপসারণ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, সরকারি নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে প্রধান শিক্ষিকার পদে বহাল থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে ধামরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম রফিকুল ইসলাম বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে ওই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পেলে তাকে অপসারণ করার পর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। জানা গেছে, ধামরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে একটানা ৪৩ বছর প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন বেগম খাদিজা খান। তার চাকরির বয়সসীমা অতিক্রম করেছে প্রায় ৭ বছর আগে। অথচ ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি প্রধান শিক্ষিকার পদটি আঁকড়ে রেখেছিলেন। দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগসহ ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একদম ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ফেলার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

এতে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের সুনাম বিনষ্ট হতে থাকে এবং শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হয়ে পড়ে। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল দিনদিন নিম্নগামী হওয়ার কারণে ওই বিদ্যালয়ের সুনাম ও সুখ্যাতি হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে জোর দাবি ওঠে তাকে অপসারণের। বিগত দিনে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যসহ অনেকেই তাকে ওই পদ থেকে অপসারণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ধামরাইয়ে সদ্য যোগদানকারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম রফিকুল ইসলাম বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করতে গিয়ে অভিযোগের সত্যতার পান এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান শিক্ষিকা বেগম খাদেজা খানকে অপসারণ করেন।